সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকা দেশের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। জীবনসম্পৃক্ত, কর্মমুখী ও বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার বিকাশে আগামী ২০ জুন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে সপ্তাহব্যাপী কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ। এখন থেকে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্য এবং সংশ্লিষ্ট কোন অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। স্বচ্ছতার জন্য ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে করা হবে বলেও তিনি জানান।

গতকাল বুধবার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির (বাপশিস) ২৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের হবে : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

হবে : পরিবর্তন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, যুগ্ম সচিব কেএম মোজাম্মেল হক। আর বাপশিস-এর পক্ষে বিভিন্ন দাবি উপস্থাপন করেন সংগঠনের সভাপতি মো. সামছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. ইদরীস আলী প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের কোর্স করতে গিয়ে কিছু শিক্ষার্থী চাঁদাবাজি, মস্তানির মাধ্যমে অর্থ কামানোতে মেতে ওঠে, যা এখন আর চলে না। ৪ বছরের কোর্স নিয়মিত পাঠদানের মাধ্যমেই সমাপ্ত করতে হবে। যারা পারবে না, তাদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে হবে। বছরের পর বছর ফেল করে সরকারের অর্থ অপচয় করা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে শিক্ষক নেতারা বলেন, দেশের ৫০টি সরকারি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভয়াবহ শিক্ষক ও কর্মচারী শূন্যতায় বিপর্যস্ত কারিগরি শিক্ষা। তারা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ, অধ্যক্ষ, চিফ ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর ও জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টরদের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি ও নিয়োগবিধি সংশোধনের দাবি জানান।